রবিবার, ২৫ কার্তিক, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩২১

গুজরাত নির্বাচন, তাই ২০০টিরও বেশি পণ্যে জিএসটি কমল

গুজরাত রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আর দেরি নেই। আর এর দেড় বছরের মধ্যেই লোকসভা ভোট। এই রাজ্য নিয়ে এমনিতেই চিন্তিত বিজেপি। তাই চাপে পড়েই ২০০টির বেশি পণ্যের কর হ্রাস করল কেন্দ্র। বিরোধীদের লাগাতার চাপ ও ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ যে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এই জিএসটি নীতি'র ফলে তা বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন। মূলত সেই কারণেই ১০ তারিখ গুয়াহাটিতে আয়োজিত জিএসটি সম্মেলনে শীর্ষ কর্তারা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, এই নির্দেশ কার্যকর হবে ১৫ নভেম্বর থেকে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাতে গিয়ে এই ক্ষোভের আঁচ টের পান। তিনি প্রতিশ্রুতিও দেন, জিএসটি'র হার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে তাঁর সরকার। তারই ফলশ্রুতি এই পদক্ষেপ। এমনিতেই নোটবন্দি ইস্যুতে দেশের জনসাধারণকে অনেকটাই ধাক্কা দিয়েছেন মোদি। বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এমনও বলতে শুরু করেন যে, এই নোটবন্দি সরকারের তথা ভারতের অর্থনীতিতে সুফল সামান্য এনে কুফলের অর্থাৎ দুর্ভোগের মাত্রাই বাড়িয়ে তুলবে। ঘটেছেও তাই। মাসের পর মাস মানুষের ভোগান্তি দেখিয়ে দিয়েছে যে, নোটবন্দি খেলাতে রাস্তায় নেমে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে কোটি কোটি মানুষকে। আর এর প্রভাব কাটতে না কাটতেই ধাক্কা দিয়েছে জিএসটি। সাধারণ মানুষের সিংহভাগই এখনও বুঝতে পারছেন না যে, এই জিএসটি কী বা কেন? আর তার মধ্যেই আধার সংযুক্তি ইস্যুও ভোগান্তি বাড়াতে দোসোর হয়েছে। ক্ষোভের আঁচ আর ভোগান্তির খতিয়ান দেখে ভোট বড় বালাই মনে করে ময়দানে নামতে হয়েছে এবার স্বয়ং মোদিজিকেই। গুজরাত ভোটকে পাখির চোখ করে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই নানা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এরমধ্যে মোদি সরকারের ২০০টিরও বেশি পণ্যে জিএসটি হ্রাস নিঃসন্দেহে একটা বড় পদক্ষেপ। এবার তাকিয়ে থাকা, এই স্বান্ত্বনা মোদিকে কতটা স্বস্তি দেয় গুজরাত নির্বাচনে। আর শিক্ষিত রাজ্যের মধ্যে অন্যতম গুজরাত, মোদিজির ডিজিটাইজেশনে কতটা পাশে দাঁড়ান, এর উপরেই নির্ভর করছে দেশের আগামী রাজনৈতিক সমীকরণ।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

''ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো হড় বেড়ে যেত। তাই রূপ দেখলে শেষে থু-থু করতুম—কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূত পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্‌ত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতুম, দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত! তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত!" (হাস্য)। গিরিশ (সহাস্যে) —আপনার কোষ্ঠী দেখ্‌ছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে)—দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি, চন্দ্র, বুধ—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ—কুম্ভ রাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ; সিংহে চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি সাধ ছিল। প্রথম ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয় শুঁট্‌কে সাধু হবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—ঠাকুরের সাধন কেন—ব্রহ্মযোনি দর্শন

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার সাধন করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে)--ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পঞ্চতপা শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা!

''স্বয়ং কৃষ্ণ রাদাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যন্ত্র **ব্রহ্মযোনি**—তাঁরই পূজা, ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রাহ্মান্ড উৎপত্তি হচ্চে।"

''অতি গুহ্যকথা! বেলতলায় দর্শন হ'তো—লক্ লক্ ক'রতো!"

পূর্বকথা--বেলতলায় তন্ত্রের সাধন—বামনীর যোগাড়

''বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার--আসন। বাম্‌নী সব যোগাড় ক'রতো।"

(হরিপদ দিকে অগ্রসর হইয়া)—''সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা না ক'রলে থাকতে পারতাম না।

দিনপঞ্জিকা

২৫ কার্ত্তিক, ভাঃ ২১কার্ত্তিক, **১২ নভেম্বর,** ২৫ কাতি, সংবৎ ৯ মার্গশীর্ষ বদি,২২ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫১। **রবিবার,** নবমী অপরাহ্ন ঘ ৪।১৮ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৪৪মিঃ। ব্রহ্মযোগ দিবা ঘ ৬।৩৭ পরে ইন্দ্রযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।১৭ মিঃ। গরকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৪।১৮ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৪১ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ৩।৪৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৯।৫৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১২।৫৯ গতে ২।৩৭ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, অপরাহ্ন ঘ ৪।১৮ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—রাত্রি ঘ ৩।৪১ মধ্যে গর্ভাধান। **বিবিধ**—নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।৪৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।২৫ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ১।৩৪ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৩।২০ গতে ৪।৩ মধ্যে।:

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ কার্ত্তিক, ভাঃ ২১ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর, ২৫ কাতি, ২২ শফর। উঃ ঘ ৫।৫২, অঃ ঘ ৪।৫১ রবিবার, নবমী অপরাহ্ন ঘঃ ৪।১৮। শফর ২২, ২৩ উরস ওবায়দুল্লাহ শাহ বোগদাদী (রহঃ) বৃশুলহাট ৫ বি, খ্রীষ্টফার রোড, কলি-১৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

কালোটাকা মুক্ত দেশের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির তালিকা নিয়ে বিপত্তি

কমল ভট্টাচার্য

এক বছর আগে অর্থাৎ ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর দিনটিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ ও ১০০০টাকার নোট বাতিলের কথা ঘোষণা করেছিলেন রাত ৮ টা নাগাদ সংবাদমাধ্যমে। সেই রাতেই ১২ টা থেকে কার্যকর হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত। এই ঘোষণায় তোলপাড় হয়েছিল দেশ। দেশ জুড়ে ব্যাঙ্কে-ব্যাঙ্কে মানুষের দীর্ঘ লাইন পুরানো ও বাতিল নোট জমার লাইন এটিএমে। কোনও এটিএমে আবার টাকা নেই। সারা ভারত জুড়ে মানুষের চরম হয়রানির করুণ ছবি ফুটে উঠেছিল সংবাদমাধ্যমে। কেন্দ্রীয় অর্থসচিব সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু নোট বাতিলের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্র জানিয়েছিল, কালো টাকা বন্ধে এবং জঙ্গীদের ঠেকাতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি নোট বাতিলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন বিরোধী নেতারা। প্রায় ১ মাস যাবৎ অস্থিরতা চলেছিল দেশে। এখন নোট বাতিলের বছর পূর্তিতে প্রশ্ন উঠছে, দেশবাসী কী পেল এই নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে? কী পরিমাণ কালো টাকা উদ্ধার হয়েছে? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, অর্থনীতিতে সুফল অনিবার্য। নোট বাতিলকে যারা 'সংগঠিত লুঠ' বলছেন, তাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অর্থমন্ত্রী জেটলি বলেছেন, নোটবন্দিকে লুঠ বলা নিন্দনীয়, নোট বাতিলকে তিনি এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলেছেন। পাশাপাশি তিনি বিরোধী কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন ইউপিএ-২ আমলে ২জি স্পেকট্রাম, কয়লাখনি বন্টন ও কমনওয়েলথ গেমসে টাকা লুঠ নিয়ে। কিন্তু কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, নোট বাতিল অর্থনীতির কালো দিন, নোটবন্দিকে এক বিরাট কেলেঙ্কারি বলেছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমুদ্রাকরণের বা নোট বাতিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে কেন্দ্র বলেছিল যে, ভারতকে কম নগদের অর্থনীতিতে পরিণত করা এবং তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক পরিণত করা এবং তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কালো টাকার প্রবাহ হ্রাস করা। তবে প্রচলিত নোটের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বছর থেকে বছরের হিসাবে এই পরিমাণ ১৩৯ লক্ষ কোটি টাকা কমেছে। কিন্তু, নোট বাতিলের প্রক্রিয়ার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিতর্ক চলবেই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে। অবশ্য বলা দরকার যে, নোট বাতিলের সদর্থক এবং প্রাপ্তিগুলি মানুষকে জানানো দরকার। জানানো চাই ত্রুটি ও বিচ্যুতির তালিকাও। কালো টাকা মুক্ত দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্র, কিন্তু সেই সাফল্য নিয়ে রয়েছে দাবি এবং পাল্টা দাবি। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাত ৮ টায় টিভিতে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ। তিনি জানিয়েছিলেন, দেশের জন্য একটু কষ্ট করতে হবে। মানুষকে বুঝিয়ে ছিলেন, কালো টাকা আর থাকবে না, উধাও হয়ে যাবে সব জাল নোট, সন্ত্রাসে জঙ্গীদের টাকা জোগানও বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন্দ্র বলেছিল, কালো টাকা হওয়ার কারণে ৪-৫ লক্ষ কোটি টাকা ফিরবে না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, ৯৮.৯৬ শতাংশ নোট ফেরত এসেছে। এখনও গোনা শেষ হয়নি। আর অর্থমন্ত্রক জুলাইয়ে জানায় যে, নোট বাতিলের পরে ১১.২৩ কোটি টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, ২০১৬ -১৭ তে ৪৩ কোটি টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে। যা বাতিল নোটের ১ শতাংশও নয়। পাশাপাশি কাশ্মীরে সন্ত্রাস বেড়েছে ৩৮ শতাংশ, মাওবাদী এলাকায় জওয়ানের মৃত্যু বেড়েছে ৮২ শতাংশ। তবে কেন্দ্র বলছে, নোট বাতিলের সুফলও রয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য হল—

১) বহু বছর ধরেই বিভিন্ন পরিবারের মোট আর্থিক সঞ্চয় জিএনডিআই-এর প্রায় ১০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যা এখন ১ শতাংশেরও বেশি পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয়েছে ১১.৮ শতাংশে।

২) আমানত,শেয়ার ও ডিবেঞ্চার, বিমা তহবিল এবং পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডে মোট আর্থিক সঞ্চয়ের পরিমাণ জিএনডিআই-এর ৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৩ শতাংশে।

৩) বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালিত সম্পদের পরিমাণ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-র শেষে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চমাত্রায় উন্নীত হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৪ ট্রিলিয়ন টাকায়।

৪) ঋণদানের ক্ষেত্রে সুদের হার ১০০ বেসিক পয়েন্ট কমিয়ে আনার ফলে ঋণ গ্রহণ এখন অনেক ব্যয়সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে।

৫) ফ্ল্যাট ও ঘর-বাড়ির দাম তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৬) বিমুদ্রাকরণ পরবর্তী পর্যায়ে দেশের ইউএলবিগুলির গড় রাজস্ব পূর্ববর্তী বছরের সমতুল্য সময়কালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩ গুণ।

৭) উত্তরপ্রদেশে ইউএলবিগুলির রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণ। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট ইউএলবিগুলির রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৫ গুণ।

৮) মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গান্ধীর সেই চরম ঘোষণা

এ.আন্নামালাই
শেষ পর্ব

গান্ধীজীর বক্তৃতার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই, শুধু জাতীয় স্তরের নয়, তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে জেলে ভরা হল। আন্দোলন চলাকালীন পুরো সময়টাই কংগ্রেস নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকদের কারার অন্তরালেই কাটাতে হয়েছিল। কিছু জায়গায় আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নেয়। উন্মত্ত জনতা সরকারি দপ্তর ভেঙ্গেচুরে গুড়িয়ে দেয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে।

সরকার এর দায় গান্ধীর উপর চাপায়। ভারত থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করতে সুপরিকল্পিতভাবে এই ঘট না ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করে উশৃঙ্খল জনতার বিরুদ্ধে সরকারের যথেচ্ছ দমন-পীড়নের সপক্ষে যুক্তি সাজানো হয়। এই দোষারোপ গান্ধীজীকে ব্যথিত করে। গান্ধী যেকোনও বিবাদের মীমাংসায় অহিংসাকেই এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আগাগোড়া প্রয়োগ করে এসেছেন। কিন্তু এই চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেওয়া নিজের দেশের মানুষের আচরণই তাঁকে হতাশ করে তোলে। ফলত, সহযোগীদের সঙ্গে যেখানে তিনি বন্দি ছিলেন, পুণের সেই আগা খান প্যালেসেই গান্ধী ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ রা মার্চ পর্যন্ত ২১ দিন ধরে অনশন করেন।

হিংসার জবাবে চরম হিংসা

গান্ধীজী তাঁর অনশনের মাধ্যমে যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর কাছে পৌঁছায়। তখন আত্মগোপন করে থাকা এক সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, পরবর্তীকালে গান্ধী স্মারক অছি পরিষদের চেয়ারম্যান আর.আর. দিবাকর, তাঁর সেই সময় পর্বের দ্বিধার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আগাগোড়া বেশ বুঝতে পারছিলাম, এইসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, এমনকী আত্মগোপন করে থাকাটাও গান্ধীজীর মতাদর্শের পরিপন্থী। আত্মগোপন করে থাকার প্রতি আমার ব্যক্তিগত সায়ও ছিল না। এমনকি এই কাজে আমি খুব একটা দড়ও ছিলাম না, তবুও কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখাতে বাধ্য হয়েই আমাকে তা করতে হচ্ছিল... তবে সরাসরি সম্পত্তি ধ্বংস অনিবার্য ছিল, তা আটাকানো না গেলেও কোনও ব্যক্তি যাতে হিংসার শিকার না হন, তার ওপর আমাদের কড়া নজর ছিল। কর্মীদের সে কথা মাথায় রাখতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।'

কিন্তু গান্ধীজী জানতেন, হিংসার আগুনে সম্পত্তি ধ্বংস হতে থাকলে আগে হোক বা পরে, তার ছায়া ব্যক্তির ওপর পড়তেও বাধ্য। আন্দোলনকারীরা হোক বা সরকার, কোনও না কোনও পক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিংসা ছড়াবেই। নেতারা আত্মগোপন করে থাকায় একবার ব্যক্তিহিংসা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে বাধ্য। কাজেই, ১৯৮৮ সালের ২৮ জুলাই গান্ধী ঘোষণা করেন, অন্তরালে থেকে কার্যকলাপ চালানো হিংসারই সামিল, আত্মগোপনকারী আন্দোলনকর্মীরা প্রকাশ্যে এসে সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে কারাবরণ করুক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিংসাত্মক পরিসমাপ্তি

১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট তারিখে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা। যার দরুণ লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মিছিলের মধ্যে দিয়ে শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিজয়ী হল মিত্রশক্তি। গ্রেট ব্রিটেন তার দখল করা সব এলাকার উপর অধিকার কায়েম রাখতে সমর্থ হল। এবার তারা বাধ্য হল ভারতের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে। 'লবণ সত্যাগ্রহ' ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলাকালীন ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সরকারের আচার-আচরণ ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতের মধ্যে তো বটেই বাইরের দুনিয়াতেও এক নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করেছিল। অধিকাংশ জনমতই ছিল গান্ধীজী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে। গান্ধীজী যে অভূতপূর্ব জনজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে ছোটো করে দেখাতে কোনও কোনও মহল থেকে রটানো হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল ব্যয়ভারের জন্যই ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। তা যদি সত্য হ'ত, তাহলে বরং ব্রিটিশরা নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে ভারতকে এক বৃহৎ ঔপনিবেশিক বাজার হিসাবে ব্যবহার করা যেত। প্রচলিত অন্য আরেকটি তত্ত্ব, অন্তর্ঘাতমূলক ও গোপন কাজকর্মের দৌলতে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে, গান্ধী এটাও খারজি করে দিয়েছিলেন।

অসামান্য রাষ্ট্রনায়ক

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করতে দিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। গান্ধীজীর ধারণা ও পূর্বাভাস মতোই ভারতের স্বাধীনতা, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য অনেক উপনিবেশেরও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে রানী এলিজাবেথ বলেছিলেন, অষ্টাদশ শতকে মার্কিন উপনিবেশগুলির দখল ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়েছিল; কারণ, যার উপর অধিকার কায়েম রাখা অসম্ভব, তা ছেড়ে দেওয়ার সঠিক পথ ও সময় নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের মুন্সিয়ানার অভাব ছিল।' গান্ধীজী তাঁর শান্তি অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্রিটিশকে সেই রাষ্ট্রনায়ক ত্বই শিখিয়েছিলেন। এমন এক নির্ণায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যে, ব্রিটিশরা সঠিক সময়ে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ভারত ছাড়তে পেরেছিল।

ভারতের মানুষকে তিনি বলেছিলেন, ' করো অথবা মরো'। এক প্রকৃত নেতার মতো মহাত্মা তাঁর কাজ সম্পাদন করার পরই মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পাদক সমীপেষু

পরিষ্কার ছবিতে রান আউটটাই বেশি হয়ে যাচ্ছে

ক্রিকেট খেলার অঙ্গ হল আউট। কেউ বোল্ড আউট হয়, আবার কেউ ক্যাচ আউট হয়। এখানে এল বি ডবলু আউটও রয়েছে। একটু অসাবধানতার জন্য কেউ কেউ হিট উইকেটও হয়। যেমন ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় ফ্রেডরিক্স একটা মস্ত বড় ছয় মারলেন আম্পেয়ার। ছয় মারার জন্য দু-হাত তুলে বলেছিলেন, এটা ছয় রান হয়েছে। অথচ দেখা গেল রয় ফ্রেডরিক্স আউট হয়ে গেছেন। এটা অবশ্য রয় ফ্রেডরিক্স বলেছিলেন বলেই। তাঁর হিট উইকেটটা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আম্পেয়ার দু-হাত তুলে দেবার পর। রয় ফ্রেডরিক্স-এর এই সততাকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি ডানহাতে একটি আঙুল তুলে জানালেন, রয় ফ্রেডরিক্স আউট হয়েছেন। এরপর সাজঘরে চলে গেলেন। আর একটি মারাত্মক আউটের নাম রান আউট। একটু যদি বোঝা পড়ায় ভুল হয়ে যায় তাহলে কোনো রাস্তা নেই। রান আউট হয়ে সোজা সাজঘরে চলে যেতে হবে। কখনও কখনও এই রান আউটের জন্যই একটা দল পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে যায়। যেমন ১৯৫৪-৫৫ সালে পেশোয়ারে চতুর্থ টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের চারজন ব্যাটসম্যান রান আউট হয়েছিলেন। পঙ্কজ রায় ১৬ রানে, পলি উমরিগড় ১০৮ রানে, বিজয় মঞ্জরেকার ৩২ রানে, এন. তামানে ০ রানে। যদিও ম্যাচটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। এই রান আউটটা দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। দুজন ব্যাটসম্যান ভালোভাবেই দলের হয়ে খেলছিলেন। হঠাৎ এক লোভনীয় অফার দিয়েছিল। দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল। এবার কোনো থার্ড আম্পায়ারের প্রয়োজনই হল না। আম্পায়ারই জানিয়ে দিলেন আপনাদের মধ্যে একজন রান আউট হয়ে গেছেন। তাই যিনি ক্রিজে পৌঁছতে পারেননি তিনি এবার সোজা সাজঘরে চলে যান। এমন একটা ঘটনা সেদিনও ছিল। আজও আছে। আমরা যে বিশ্বাস নিয়ে ময়দানে পাঠালাম, সামান্যতম লোভের জন্য একজন ব্যাটসম্যান রানআউট হয়ে গেল। তাহলে বিশ্বাস কথাটার বোধ হয় আর কোনো মূল্য থাকল না। একটা সাম্রাজ্য পাবার জন্য যার সাথে একসাথে ময়দানে নেমেছিলাম আজ তাকেই মাঝপথে রান আউট করে দিলাম। এটা কী লজ্জা নয়? একটু ভাবলেই উত্তরটা পেয়ে যাবেন। উপরের গল্পটা ভনিতা মাত্র।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া ৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।..........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়